সংবাদ

তারিখ: [illegible] APR 200[illegible]
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 2

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশ ক্যাম্প কেন

আমাদের এক সহযোগী দৈনিকের খবরে প্রকাশ, মেহেরপুরের ছয়টি প্রাথমিক স্কুলে পুলিশ ক্যাম্প থাকায় পাঁচ ধরে কক্ষ সঙ্কটের কারণে এসব বিদ্যালয়ের সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীকে গাদাগাদি করে এবং খোলা আকাশের ক্লাস করতে হচ্ছে। মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানিয়েছে, জেলা সদর বৈকুণ্ঠপুর রেজি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বলিয়ারপুর রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপজেলার হেমায়েতপুর রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, পীরতলা রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসব পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

পাঁচ বছর ধরে স্কুলগুলোতে পুলিশ ক্যাম্প থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা কর্মকর্তা। ভয়ে অনেক শিক্ষার্থী নাকি বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে জেলা স কমিটির সভায় অভিযোগ উত্থাপন করলে পুলিশ সুপার ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পাঁচ বছ এসব ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া হয়নি। বর্তমান পুলিশ সুপার জানান, ২০০২ সালে সন্ত্রাসকবলিত এই অঞ্চলে স দমনের লক্ষ্যে এসব স্কুলে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। তিনিও স্বীকার করেছেন, এর ফলে স্কুলের স্বাভ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তিনি জানান, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেলে যত দ্রুত সম্ভব স্কুলগুলো থেকে প ক্যাম্প সরিয়ে নেয়া হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, শ্রেণীকক্ষ নেই, পড়াশোনা হবে কীভাবে। তিনি বলেন, তার আগে ১২৫ জন শিক্ষার্থী ছিল, এখন ৭০ জনে নেমে এসেছে। অফিস কক্ষে তিনটি ক্লাস করতে হয়। অভিভাবক জানান, বিদ্যালয়ে পুলিশ ক্যাম্প থাকায় শিক্ষার্থীদের গাছের নিচে বসে ক্লাস করতে হয়। তাই মেয়েকে স্কুলে যেতে দেন না। যেসব স্কুলে পুলিশ ক্যাম্প আছে তার প্রত্যেকটিতেই একই অবস্থা। প্রতিটি স্কু ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি কমে গেছে। ঝড়-বৃষ্টি এলে ক্লাস হয় না।

জরুরি প্রয়োজনে জোট সরকারের আমলে মেহেরপুরে পুলিশ ক্যাম্পগুলো স্থাপন করা হয়েছিল বলে হয়। প্রথমত কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করাটাই অন্যায় হয়েছিল। প্রয়োজন হলে সর জমিতে অথবা জমি 'ভাড়া' নিয়ে তাঁবু খাটিয়ে পুলিশ ক্যাম্প করা যেতে পারত। কিন্তু প্রাথমিক স্কুলগুলে 'অস্থায়ী ক্যাম্প' স্থাপন করে সেগুলো স্থায়ী ক্যাম্পে রূপ দেয়া হয়েছে বলে মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে উধ্ব কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই এসব ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল এবং ক্যাম্পগুলো সরিয়ে নেয়ার জন্য পুলিশ সুপা তাদের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। যেসব স্কুলে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে সেগুলোর ব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও আছে।

দেশে অনেকদিন থেকেই প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যাল অপ্রতুলতার জন্য বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনেও উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। দেশে শুধু বন্যা ও দুর্যোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনগুলো ত্রাণের জন্য ব্যবহার করার কথা। কিন্তু পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের জন্য প্রাথ বিদ্যালয়ের ভবন বা কক্ষ ব্যবহার করার কথা নয়। বিশেষ করে এসব ক্যাম্প স্থাপনের ফলে যদি ছাত্রছাত্রী লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে তবে তো নয়ই, কিন্তু জোট সরকারের আমলে কাজটা করা হয়েছিল। তার ওপর পাঁচটি বছর অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অপসারণ করা হয়নি। এলাকার প্রাথমিক শি ব্যবস্থা এভাবে পঙ্গু করে রাখার জন্য দায়ী সরকারি কর্মকর্তারা কি জবাব দেবেন? জেলা পুলিশই বা কেন এ ক্যাম্প সরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নেয়নি? আমরা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি জরুরি ভিত্তিতেই ক্যাম্পগুলো স